সমকাল

তারিখ ..22 MAR 2017...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কোচিং সেন্টার ঘরে ঘরে

মাসে সোয়া তিন কোটি টাকার বাণিজ্যে আইডিয়াল স্কুলের সাড়ে তিনশ' শিক্ষক

■ সাব্বির নেওয়াজ

রাজধানীর উত্তর শাহজাহানপুর আমতলা মসজিদের পাশে একটি টিনশেড বাড়ি। ৪৭৬ হোল্ডিং নম্বরের এ বাড়িতে সকাল ৮টা থেকেই ছাত্রছাত্রীদের আনাগোনা শুরু হয়। সারাদিন ব্যাচে ব্যাচে তাদের কোচিং করান মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের দিবা শাখার রসায়নের শিক্ষক মোহাম্মদ ফখরুদ্দীন। পাশের এক দোকানি জানালেন, প্রায় ৮০০ শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়ান তিনি। শুধু ফখরুদ্দীনই নন, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রায় সাড়ে তিনশ' শিক্ষক শাহজাহানপুর ও বনশ্রী এলাকায় এমন কোচিং বাণিজ্য সেন্টার গড়ে তুলেছেন। প্রতি মাসে এভাবে প্রায় সোয়া তিন কোটি টাকা আয় করছেন তারা। রাজধানীর অন্যান্য বিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকও এভাবে কোচিং সেন্টার খুলে অনৈতিকভাবে অর্থ উপার্জন করছেন। নিরুপায় অভিভাবকরাও ভবিষ্যতের কথা ভেবে সেখানে পাঠাচ্ছেন সন্তানদের।

আইডিয়াল স্কুলের দশম শ্রেণির এক ছাত্র সমকালকে জানায়, প্রতিটি ব্যাচকে সপ্তাহে পাঁচ দিন করে পড়ান ফখরুদ্দীন স্যার। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে এ জন্য প্রতি মাসে দিতে হয় ১৫০০ টাকা। এ হিসাব অনুসারে, প্রতি মাসে ফখরুদ্দীন প্রায় ১২ লাখ টাকার কোচিং ব্যবসা করেন।

২০১২ সালের ২০ জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা 'কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা' অনুসারে কোনো শিক্ষক নিজ প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়াতে পারেন না। অন্য প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ১০ জন শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়ানো যাবে। তবে এ জন্য নিজ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের লিখিত অনুমতি নিতে হবে। এই নীতিমালা অমান্য করলে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

কোচিং সেন্টার ঘরে ঘরে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

স্থগিতসহ বরখাস্ত করা ও পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দেওয়ার বিধান রাখা হয়েছে। সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারী বিধিমালা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মোহাম্মদ ফখরুদ্দীনের সেন্টারের ৮০০ শিক্ষার্থীর ৭০০ জনই তার নিজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। এ জন্য তিনি তার প্রতিষ্ঠান প্রধানের অনুমতি নিয়েছেন কি-না জানতে চাইলে ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে বলেন, 'ভাই, পরে কথা বলি।'

আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. শাহান আরা বেগম সমকালকে জানান, তার প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষকই তার কাছ থেকে কাউকে পড়ানোর অনুমতি নেননি। তিনিও কাউকে কোনো অনুমতি দেননি।

রাজধানীতে আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাধ্যমিক স্তরের সবচেয়ে বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটির মতিঝিল মূল শাখাসহ বনশ্রী ও মুগদা শাখার তিনটি ক্যাম্পাসে প্রায় ২০ হাজার ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। যদিও তাদের পড়াশোনা করতে হয় মূলত শিক্ষকদের সাইনবোর্ডবিহীন কোচিং সেন্টারগুলোতে।

বেপরোয়া বাণিজ্য : কোচিং সেন্টার পরিচালনাকারী শিক্ষকরা শিক্ষার্থীপ্রতি ১২০০ টাকা (অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত) থেকে ১৫০০ টাকা (নবম ও দশম শ্রেণি) নিয়ে থাকেন। উত্তর শাহজাহানপুরের ৬৮৬ নম্বর হোল্ডিংয়ের নিচতলায় কোচিং বাণিজ্য করেন আইডিয়াল স্কুলের ইংরেজির সিনিয়র শিক্ষক নিজাম উদ্দীন কামাল। সরেজমিন দেখা গেছে, সপ্তাহজুড়ে তিনি সহস্রাধিক শিক্ষার্থীকে সেখানে পড়ান। তিনি যখন বিদ্যালয়ে থাকেন, তখন তার একাধিক সহকারী কোচিং চালিয়ে যান। প্রতি মাসে এখান থেকে তার আয় হয় প্রায় ১৫ লাখ টাকা।

এ বাসারই অদূরে ৫০৫ নম্বর উত্তর শাহজাহানপুরে খলিলের মাংসের দোকানের গলিতে প্রায় ৪০০ শিক্ষার্থীকে গণিত ও বিজ্ঞান পড়ান আইডিয়াল স্কুলের আরেক শিক্ষক গোলাম মোস্তফা। প্রাইভেট পড়ানোর কথা স্বীকার করে তিনি বলেন, 'আপনি সাংবাদিক মানুষ। কতজনকে পড়াই তা দিয়ে আপনার কী দরকার?' এই বাসা থেকে কয়েক কদম হাঁটলেই ৫০১, উত্তর শাহজাহানপুর হোল্ডিংয়ের নিচতলায় পাঁচ শতাধিক ছাত্রছাত্রীকে ইংরেজি পড়ান আইডিয়াল স্কুলের ইংরেজির শিক্ষক মনিরুল ইসলাম। অবশ্য তার কথায়, 'আমি মাত্র ১৫-২০ জনকে পড়াই।'

আইডিয়াল স্কুলের বনশ্রী শাখার সহকারী প্রধান শিক্ষক মোয়াজ্জেম হোসেনকে পড়াতে দেখা গেল ভূঁইয়াপাড়ার ২১৮/চ, বনশ্রী লিংক রোডের তৃতীয় তলায়। প্রায় ৩০০ শিক্ষার্থীকে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান পড়ান তিনি। তার যুক্তি, 'এই দুর্মূল্যের বাজারে বাড়তি আয়ের জন্য কিছু শিক্ষার্থীকে তো পড়াতেই হয়।'

কয়েকদিন ঘুরে দেখা গেছে, বনশ্রী এলাকার বিভিন্ন বাসায় আইডিয়াল স্কুলের শিক্ষক আমিনুল ইসলাম বারী, কামরুজ্জামান, আবদুল কাদির, মো. আলামিন, জসিম, আমিনুল, শফিকুল ইসলাম; গোলাম ফারুক পাটোয়ারী, শাহজালাল ঢালী, আল হেলাল, আবদুর রহিম প্রমুখ কোচিং করিয়ে থাকেন। তারা ছাড়াও এখানে একাধিক শিক্ষক কোচিং বাণিজ্য করছেন।

শাহজাহানপুর এলাকায় সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, সেখানে কোচিং বাণিজ্য করছেন আইডিয়াল স্কুলের মতিঝিল শাখার শিক্ষক খন্দকার নাহিদ হাসান, মোজাম্মেল হক দোলন, সুবাস চন্দ্র পাল, সেবিকা রানী পাল, সাখাওয়াত সোহেল, আফসার উদ্দিন, আবুল কালাম আজাদ ছাড়াও বেশ কয়েকজন শিক্ষক। কোচিং করাচ্ছেন শিক্ষক ইমাম হোসেন, আব্বাস উদ্দীন, নুরুল আমিন, পরিচালনা কমিটির শিক্ষক প্রতিনিধি রফিকুল ইসলাম, ক্রীড়া শিক্ষক মনজুরুল আলম, মো. আলী মোর্তুজা ও আলী নেওয়াজ আল করিম।

প্রাইভেট পড়ানোর ব্যবসায় আরও যারা : অভিভাবকদের দেওয়া তথ্যমতে, কোচিং সেন্টার খুলে অথবা ব্যাচভিত্তিক টিউশনি করানোর তালিকায় আরও রয়েছেন আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক মাসুদা হাসনাত (ইংরেজি), আবদুস সালাম (ইংরেজি), মোতাহার হোসেন (গণিত ও বিজ্ঞান), জুবাইদা রহমান (বাংলা), আবুল কালাম আজাদ-২ (গণিত), কামরুজ্জামান-২ (পদার্থবিজ্ঞান), তামান্না জাহান হামিদী (শারীরিক শিক্ষা), শামসুজ্জামান লুৎফা (আইসিটি), মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ-৩ (গণিত), লাভলী আখতার (ইংরেজি), মোসাম্মৎ বিলকিস রুমা (চারুকলা) ও লুৎফুন নাহার (গণিত ও বিজ্ঞান)। এ ছাড়াও একাধিক বিষয়ে পড়ান মতিঝিল শাখার শিক্ষক নুসরাত রহমান, মতিনূর, মো. নুরুল আমিন (১), এবিএম নাছির উদ্দিন, মো. রফিকুল ইসলাম, ওয়াজেদ আলী, আবুল কালাম আজাদ, শরীফ সামছুজ্জোহা, আজিজুর রহমান, মাসুদ জাভেদ, উম্মে হাবীবা, আজিজুর রহমান-২ ও রঞ্জন বাড়ৈ।

বনশ্রী শাখায় কোচিং সেন্টার পরিচালনাকারীদের তালিকায় আরও রয়েছেন ইসরাত জাবীন বানু, মোছলেহউদ্দিন, আবদুল্লাহ আল মানিক, সেখ মো. সিরাজুল ইসলাম, আন্না রানী সাহা, মাসুম বিল্লাহ, ফরিদুজ্জামান, সৈয়দ মোবাশ্বের আজিম, শফিকুর রহমান, গোলাম ফারুক পাটোয়ারী, শাহজালাল ঢালী, সামিনা আক্তার, সিরাজুল ইসলাম, ইদ্রিস আলী, এসএম কামরুজ্জামান, নুরুল হক, দেবব্রত কুণ্ডু, তারিকুল ইসলাম, আল হেলাল উদ্দিন, সফিকুল আলম, হাফিজুর রহমান, আতিকুজ্জামান মৃধা, আবদুল বাতেন ও শরিফুল ইসলাম।

অভিভাবকরা জানান, মুগদা শাখার কোচিংবাজ শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন এই শাখার সহকারী প্রধান শিক্ষক কাজল কান্তি বড়ুয়া, এএফএম নোমান তালুকদার, বেলায়েত হোসেন, মাহবুবুর রহমান খান, জয়নাল আবেদীন, রম্ভা দেবী নাথ, তানভীনা জামান, কামরুল হাসান, আতিয়া মেহের আফসানা, জিয়াউল হক, আমেনা বেগম, কাবিউল ইসলাম, মুক্তা বেগম, মির্জা জাহিদুল হাসান, আজিবর রহমান শেখ, আফজাল হোসেন, এসএম শাহজাহান, মঈনুল ইসলাম ও এসএম মাহমুদ উল আলম।

অভিভাবকদের বক্তব্য : কেন শিক্ষকদের কাছে কোচিংয়ে পড়ান, জানতে চাইলে নবম শ্রেণির ছাত্র মাহফুজুল ইসলামের মা শাহানা ইসলাম বলেন, 'শখ করে নয়, বাধ্য হয়েই পড়াই। ক্লাসে প্রায় কিছুই পড়ানো হয় না।' আরেক অভিভাবক তপন কুমার পোদ্দার বলেন, 'স্কুলের প্রতিটি ক্লাসে ৭৫ জন করে শিক্ষার্থী বসে। টিফিনের আগে ৫০ মিনিট আর টিফিনের পরে মাত্র ৪৫ মিনিট ক্লাস হয়। আমার সন্তান তো ক্লাসে কিছুই বুঝতে পারে না।' অভিভাবক রমা রানী পোদ্দার বলেন, 'শিক্ষকরাই ক্লাসে সরাসরি তাদের কাছে পড়তে যেতে বলেন।'

অধ্যক্ষের বক্তব্য : আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. শাহান আরা বেগম সমকালকে বলেন, 'কয়েক বছরে এ পর্যন্ত পাঁচ থেকে ছয়বার সব শিক্ষককে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। সতর্ক করা হয়েছে। গভর্নিং বডি কমিটি করে দিয়েছে। শিক্ষকদের কারও কারও ইনক্রিমেন্টও বন্ধ করেছি। এর পরও কেউ কথা না শুনলে কী করব! সরকার ব্যবস্থা নিলে তাদের কোনো আপত্তি থাকবে না।' অধ্যক্ষ বলেন, 'গত বছর কিছুটা শক্ত অবস্থানে ছিলাম। কিন্তু প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনে ছায়া শিক্ষার নামে কোচিং চালু থাকবে– এমন খবর পত্রপত্রিকায় আসার পর আবারও কোচিংয়ের মহোৎসব শুরু হয়েছে।'

পরিচালনা কমিটির বক্তব্য : আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরিচালনা কমিটির অভিভাবক সদস্য ও স্থানীয় ১০ নম্বর ওয়ার্ড কমিশনার মারুফ আহমেদ মনসুর সমকালকে বলেন, 'একক প্রচেষ্টায় এসব বাণিজ্য অনেক দিন বন্ধ রেখেছিলাম।' গভর্নিং বডির নির্বাচনের পর আবারও কোচিং বাণিজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন বলে জানান তিনি।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে এ প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনকারী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) আমিনুল ইসলাম খান বলেন, 'আমরা মাত্র ৬ মাসের জন্য অ্যাডহক কমিটিতে এসেছি। আমাদের মূল দায়িত্ব গভর্নিং বডির নির্বাচন সম্পন্ন করে দিয়ে চলে যাওয়া। তারপরও আমরা কোচিং বাণিজ্যের লাগাম টানার চেষ্টা চালাব।'